পঞ্চরাত্র

ভাস

প্রকাশ কালঃ ১৯১৪

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

✅ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ এখানে।

😺 Generated from WikiSource

1. শিরোনাম
2. পঞ্চরাত্র
3. প্রথম অঙ্ক
4. দ্বিতীয় অঙ্ক
5. তৃতীয় অঙ্ক
6. সম্পর্কে

1. পঞ্চরাত্র
2. সম্পর্কে

পঞ্চরাত্র

মহাকবি ভাসকৃত

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, বি, এ, বি, টি,

কর্ত্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত।

ঢাকা

১৩২১ বঙ্গাব্দ

চৈত্র।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয়
শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম, এ, বি, এল,
মহাশয় অনুবাদকার্য্যে আমাকে যথেষ্ট
সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার
নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করিতেছি

গ্রন্থকার।

ঢাকা,
ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে
প্রিণ্টার শ্রীসেখ আনসার আলি দ্বারা মুদ্রিত

ভাসকৃত পঞ্চরাত্র

নাট্যলিখিত ব্যক্তিগণ

দুর্য্যোধন, হস্তিনার রাজা।
ভীষ্ম, দুর্য্যোধনাদির পিতামহ।
দ্রোণ, দুর্য্যোধনাদির অস্ত্রগুরু।
কর্ণ, দুর্য্যোধনের সধা—অঙ্গদেশের রাজা।
শকুনি, দুর্য্যোধনের মাতুল—গান্ধার দেশের রাজা।
বৃদ্ধ গোপালক, গো-রক্ষক।
গোমিত্রক, জনৈক গোপাল।
বিরাট দেশের রাজা।
ভগবান, ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
ভীমসেন, ধর্ম্মপুত্রের কনিষ্ঠ সহোদর (দ্বিতীয় পাণ্ডব)
অর্জ্জুন, ঐ (তৃতীয় পাণ্ডব)
বৃহন্নলা, নারীবেশী অর্জ্জুন।

অভিমন্যু, অর্জ্জুনের পুত্র।
উত্তর, বিরাট রাজ-কুমার।
কাঞ্চুকীয়, দূত, সারথি, ভট প্রভৃতি

পরিচ্ছেদসমূহ (মূল গ্রন্থে নেই)

সূচীপত্র

প্রথম অঙ্ক
দ্বিতীয় অঙ্ক
তৃতীয় অঙ্ক

এই লেখাটি অনুবাদ করা হয়েছে এবং মূল লেখা ও এই অনুবাদের পৃথক কপিরাইট অবস্থা রয়েছে।

মূললেখা:
অনুবাদ:

পঞ্চরাত্র

স্থাপনা

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্র। যিনি কৃষ্ণবর্ণ, পৃথিবীতে যিনি অর্জ্জুন ও ভীমের দূত হয়েছিলেন, যিনি শকুনীশ্বর গরুড়ের ঈশ্বর, যিনি যুদ্ধে শত্রুগণের অনভিগম্য, ভয়ঙ্কর, কিন্তু স্থির, যিনি প্রশস্তকর্ম্মা, যিনি যজ্ঞে আহূত হয়ে থাকেন, সেই বিরাট শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে পালন করুন।[১]

(পরিভ্রমণ করিয়া) সমবেত আর্য্যগণকে এরূপই বলব। একি! আমি একান্ত উৎসুক হয়ে বলতে যাচ্ছি সত্য, কিন্তু একটা শব্দ যেন শুনছি। তাইত, আচ্ছা দেখছি।

(নেপথ্যে) আহা, এই যজ্ঞ কুরুপতির বিপুল সমৃদ্ধিরই পরিচায়ক বটে!

সূত্র। হয়েছে, বুঝেছি;

কুরুরাজ দুর্য্যোধন যজ্ঞ কচ্ছেন, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ দেখবার জন্য পত্নীবর্গের সহিত প্রফুল্লচিত্তে এখানে সমাগত হয়েছেন। [প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক

তিন জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ

সকলে। অহো! কুরুরাজের যজ্ঞের কি বিপুল সমারোহই হয়েছে!

প্রথম। চতুর্দ্দিকে দ্বিজোচ্ছিষ্ট অন্ন, যেন সর্ব্বত্র কাশকুসুম ফুটে আছে। ধূম-গন্ধে তরুগণের কুসুম-গন্ধকে নষ্ট ক’রে দিয়েছে। ব্যাঘ্রগণ পর্ব্বত প্রদেশে মৃগের ন্যায় বিচরণ কচ্ছে, এবং সিংহসমূহও হিংসা-পরাঙ্মুখ হয়েছে। মহারাজ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত জগৎও দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়। তুমি ঠিক বলেছ।

অগ্নি দেবগণের মুখ স্বরূপ।[২] তিনি হবি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেছেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ ধনলাভে তৃপ্ত হয়েছেন, গোকুলের সহিত পক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করেছে, এবং সমাগত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গও সন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলকথা, সমগ্র জগৎ হৃষ্ট হ’য়ে মহারাজের গুণকীর্ত্তন কচ্ছে, এবং এইরূপে তাঁহার সদ্‌গুণাবলী[৩] পৃথিবী অতিক্রম ক’রে দেবালয়ে (স্বর্গে) পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয়। সমাগত ব্রাহ্মণগণ, দেখুন, দেখুন—

মহারাজের পট্টবেষ্টিত মস্তকে দ্বিজগণের স্থাপিত চরণ কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! ইঁহারা সকলেই শ্লাঘ্য ও সুবিখ্যাত এবং স্বাধ্যায়-শূরগণের অগ্রণী। বৃদ্ধকালে ইঁহাদের তপোনিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। বৃদ্ধ গজগুলি যেমন বলবান হস্তীর স্কন্ধদেশে শুণ্ড স্থাপন ক’রে অগ্রসর হয়, সেরূপ বর্ষাতিশয়ে শিথিল-চরণ বিপ্রগণ হস্ত দ্বারা শিষ্যের স্কন্ধদেশ জড়িয়ে ধ’রে অগ্রসর হচ্ছেন, আবার একটি যষ্টি ইঁহাদের তৃতীয় চরণের পংক্তি-স্থানীয় হয়েছে।

সকলে। ওহে যজ্ঞ-ব্রতী পুরোহিতগণ, মহারাজের যজ্ঞান্ত-স্নান না হ’লে আপনারা যজ্ঞাগ্নি পরিত্যাগ ক’রে যাবেন না।

প্রথম। ধিক্, ধিক্, তুমি যে ব্রাহ্মণসুলভ চপলতা দেখালে দেখছি!

কনকময় এই সুন্দর যূপটি দেখে বোধ হচ্ছে যেন দেবী বসুধা একটি সুবর্ণময় ভুজ তুলে রেখেছেন। দ্বিজ যেমন স্বীয় পার্শ্বে শূদ্রের[৪] উপস্থিতি সহ্য কত্তে পারেন না, তদ্রূপ যজ্ঞবেদিকার অগ্নিও পার্শ্বে লৌকিকাগ্নি সহ্য কত্তে পারে না। ঐ দেখ হরিত কুশে আস্তীর্ণ থাকাতে যজ্ঞবেদীর পৃষ্ঠদেশ সমধিক দগ্ধ হতে পারে নাই। আর গজ যেমন প্রফুল্ল পদ্মবনে (সরোবরে) প্রবেশ করে, এই ধূমও সেইরূপ যজ্ঞগৃহের পুরোবর্ত্তী গৃহে প্রবেশ কচ্ছে।

দ্বিতীয়। কুল কলঙ্কিত হলে জ্ঞাতি যেমন জ্ঞাতি ভয়ে স্থানান্তরিত হয়, সেরূপ অগ্নিতাপে নিপীড়িত দ্বিজগণ অগ্নি-ভয়েই অগ্নিকে স্থানান্তরিত কচ্ছেন।[৫]

তৃতীয়। অপত্যনাশে শোকার্ত্তা নারী যেরূপ পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃ শোকানলে দগ্ধ হয়, সেরূপ ঘৃতপরিপূর্ণ (যজ্ঞীয়) ক্ষুদ্র শকটখানিতে জল সিঞ্চন করা সত্ত্বেও সদ্য ঘৃতে (স্নেহ) আগুন ধরেছে বলে জ্বলে যাচ্ছে।

প্রথম। তুমি বেশ বলেছ—

শুষ্ক দর্ভ আশ্রয় ক’রে অগ্নি যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত দুর্য্যোধনের এই ক্ষুদ্র শকটটি দগ্ধ কত্তে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু নূতন তৃণে ঢাকা রয়েছে বলে থেকে থেকে খর্ব্ব হয়ে যাচ্ছে। ঐ দেখ, বায়ু-তাড়িত হয়ে শিখাবিস্তার পূর্ব্বক ক্রমশঃ শকটের চক্র পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে। ঐ যে, দেখতে দেখতে, নেমীতে আগুন ধরে গেল, এবং মণ্ডলাকার অগ্নিরাশি সূর্য্যের ন্যায় গোলাকার হয়ে উঠল।

দ্বিতীয়। আর একটা ব্যাপার দেখ—

অগ্নিতাপে ভীত হ’য়ে বল্মীকমূলের কোটর থেকে এক সময়েই পাঁচটা সাপ মৃত ব্যক্তির দেহ হতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বেরিয়ে গেল।

তৃতীয়। আবার এ দিকে চেয়ে দেখ—

বায়ুসহায় যজ্ঞাগ্নি-দগ্ধ গাছটার কোটর থেকে পাখীগুলি উড়ে গেল, বোধ হ’ল যেন ইহার শরীরের ভিতর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

প্রথম। তোমাদের কথা যথার্থ বটে। আমার কিন্তু বোধ হচ্ছে দূষিত-চরিত্র একটা লোকের দোষে যেমন সমস্ত বংশ নষ্ট হয়, তেমনি একটা মাত্র শুষ্ক বৃক্ষের জন্যও পুষ্পিত-পাদপ সমগ্র উপবন দগ্ধ হয়।

ঐ দেখ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম পরিপূরিত সমগ্র উপবনটি ভোজ্য বস্তুর ন্যায় নিঃশেষে ভক্ষণ ক’রে, আচমন করার জন্যই যেন অগ্নিদেব এখন কুশমাত্র অনুসরণ ক’রে নদীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

দ্বিতীয়। ঐ দেখ, তরু-লম্বিত কুশ ও বল্কলের সাহায্যে অগ্নি বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন কচ্ছে, এবং পাকা ফলের ন্যায় পোড়া কলাগুলি কলাগাছ থেকে নীচে পড়ছে। আবার ঐ দেখ, সম্মুখে তালগাছটার আগায় একটা প্রকাণ্ড মৌচাক —অনেকক্ষণ ধরে গোড়া জ্বলে জ্বলে এখন মৌচাকটা শুদ্ধ মহাদেবের পরশুর ন্যায় সমস্ত গাছটা পড়ে গেল।

তৃতীয়। বাঁচা গেল। সাধু ব্যক্তির রোষের ন্যায় ভগবান হুতাশন এখন প্রশান্ত হয়েছেন।

বিভব ক্ষীণ হ’লে উন্নতমন ব্যক্তির যেমন দানশক্তি ক’মে যায়, সেইরূপ ইন্ধন শেষ হ’য়ে যাওয়াতে অগ্নির তেজও ক’মে গিয়েছে।

প্রথম। অমিত ব্যয়ের ফলে দরিদ্র হ’য়ে লোক যেমন পরিশেষে স্বীয় পরিচ্ছদ বিক্রয় ক’রে জীবন ধারণ করে (খায়), তদ্রূপ হুতাশনও এখন স্রুক, ভাণ্ড, অরণী ও দর্ভ ভক্ষণ কচ্ছেন।

দ্বিতীয়। ঐ দেখ, বৃক্ষটার পত্র-বহুল শাখাগুলি নুয়ে পড়ে নদীর জল স্পর্শ কচ্ছে, এবং বায়ুসঞ্চালনে পাতাগুলি আন্দোলিত হওয়াতে জল ছিটে উঠছে; বোধ হচ্ছে যেন দাবাগ্নি-পীড়িত পাদপ-সমূহের জীবন রক্ষার জন্য বৃক্ষটি স্বীয় পর্ণরূপ হস্তে ইহাদের গায় জলসিঞ্চন কচ্ছে।

তৃতীয়। আচ্ছা এস, যাই আমরাও আচমন করি গিয়ে।

উভয়ে। হাঁ, এস।

(সকলের আচমন)

প্রথম। ঐ যে, কুরুপতি দুর্য্যোধন এই দিকেই আসছেন। তাঁহার অগ্রে ভীষ্ম ও দ্রোণ এবং পশ্চাতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণ।

ইঁহারা সকলেই মহারাজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে উপস্থিত প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে[৬] মধুর আলাপ কচ্ছেন। বলছেন, যজ্ঞ ক’রে সমগ্র পৃথিবী ভোজন করাও, পরাক্রমে পৃথিবী জয় কর, রোষ পরিত্যাগ কর, স্বজনকে স্নেহ কর; সুতরাং ইহাদের কথা শুনে মনে হয় যেন পৌরবর্গ পাণ্ডবগণেরই পক্ষাবলম্বন করেছে।

এস যাই, আমরাও গিয়ে কুরুরাজকে অভিবাদন করি।

প্রথম অঙ্ক

ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ! ধর্ম্মাচরণতৎপর দুর্য্যোধন আমার প্রতিই অনুগ্রহ প্রদর্শন কচ্ছেন—তা হবে, কারণ শিষ্যের দোষ বন্ধু বা মিত্রকে স্পর্শ করে না, আচার্য্যকেই আশ্রয় ক’রে থাকে। গুরুর হাতে বালককে একবার সমর্পণ ক’রে দিলে মাতাপিতার আর কোনও অপরাধের (পাপের) ভয় থাকে না।

ভীষ্ম। এই যে দুর্য্যোধন এ দিকেই আসছে। এই দুর্য্যোধনই অর্থ গ্রহণ ক’রে সুসমৃদ্ধ হয়েছিল, এবং রণপ্রিয় বলে বিস্তর অযশের ভাগীও হয়েছিল;[৭] কিন্তু

এখন যজ্ঞ ক’রে পুণ্যলাভ করেছে, সুতরাং তাহার এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও দেহকান্তি এখন আবার তাহার শোভাই বর্দ্ধন কচ্ছে।

দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ

দুর্য্যো। আমার আত্মা এখন সন্তোষ-তৃপ্ত, গুরুজন পরিতুষ্ট, আমি এখন জগৎবাসীর বিশ্বাসের পাত্র, আমার অযশ দূর হয়েছে এবং ধার্ম্মিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোকে বলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু এটা মিথ্যা কথা, কারণ স্বর্গ পরোক্ষ বস্তু নহে—পুণ্যের ফলে পৃথিবীতেই স্বর্গলাভ হয়।

কর্ণ। গান্ধারী-তনয়, ন্যায়-পথে অর্জ্জিত ধন দান ক’রে আপনি উপযুক্ত কার্য্যই করেছেন, কারণ—

ক্ষত্রিয়গণের সমৃদ্ধি বাণ-সাপেক্ষ। যে ক্ষত্রিয় পুত্রাদির জন্য অর্থ সঞ্চয় করে সে স্বয়ং বঞ্চিত হয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, বিপ্রগণকে সমস্ত বিত্ত দান ক’রে, পুত্রের জন্য ধনু মাত্র রেখে যাওয়াই উচিত।

শকুনি। অঙ্গরাজ, তুমি গঙ্গা-তীরবাসী, সুতরাং গঙ্গা-সংস্পর্শে তোমার সমস্ত পাপ ধৌত হয়েছে। এই বাক্য তোমার মুখেই শোভা পায় বটে।

কর্ণ। ইক্ষ্বাকু, শর্য্যাতি, যযাতি, রাম, মান্ধাতা, নাভ, অগ, নৃপ, অম্বরীষ প্রভৃতি রাজগণের অতুল রাজকোষ ছিল, বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। এখন সেই রাজগণ নাই, তাঁহাদের ধন-ভাণ্ডারও নাই, এবং রাজাও নাই। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য (যজ্ঞ) করেছিলেন বলে এখনও তাদের নাম লুপ্ত হয় নাই।

সকলে। গান্ধারী-তনয়, যজ্ঞ সম্পন্ন ক’রে আপনি মঙ্গল ও সমৃদ্ধি লাভ করেছেন।

দুর্য্যো। আমি অনুগৃহীত হলেম। আচার্য্য, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

দ্রোণ। পুত্র, এস। কিন্তু প্রথমে আমাকে অভিবাদন করা তোমার অন্যায়।[৮]

দুর্য্যো। তবে কাকে প্রথমে অভিবাদন করব?

দ্রোণ। কেন, তুমি কি দেখছ না, সম্মুখে ভীষ্ম রয়েছেন। তিনি দেবতা ও মানুষ হ’তে জন্মলাভ করেছেন, তাঁহাকেই প্রথমে নমস্কার কর। ভীষ্মকে পরিত্যাগ

ক’রে অন্য ব্যক্তিকে প্রথম নমস্কার কল্লে অন্যায় হয়।

ভীষ্ম। মহাশয়, এরূপ বলবেন না। অনেক বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে অপকৃষ্ট।

আমি মাতৃ-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছি, আপনি স্বয়ম্ভূ। আমার বৃত্তি যুদ্ধ—ইহা আপনার পক্ষে গর্হিত। আপনি দ্বিজ, আমি ক্ষত্রিয়াত্মজ। আপনি গুরু, আমি মাত্র আপনার শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দ্রোণ। হাঁ, মহাত্মারা নিজদের অপ্রশংসা ক’রে থাকেন; ইহা কিন্তু ভাল নয়। পুত্র, এস, তাহলে আমাকেই অগ্রে অভিবাদন কর।

দুর্য্যো। আচার্য্য, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

দ্রোণ। পুত্র, এস আশীর্ব্বাদ করি, যেন এরূপে যজ্ঞ ক’রে ক’রেই তুমি খিন্ন হও।

দুর্য্যো। অনুগৃহীত হলেম। পিতামহ, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

ভীষ্ম। পৌত্র, এস। এরূপেই তোমার বুদ্ধিপ্রশমন হউক।

দুর্য্যো। অনুগৃহীত হলেম। মাতুল, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

শকুনি। বৎস, দক্ষিণা দান ক’রে এরূপে সমস্ত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন কর, এবং নৃপতিবৃন্দকে জয় ক’রে জরাসন্ধের[৯] ন্যায় রাজসূয়ে মিলিত কর।

দ্রোণ। কি আশ্চর্য্য, শকুনির আশীর্ব্বাদ-বাক্যেও দেখছি উত্তেজনা আছে। এই ক্ষত্রিয়-তনয় বিরোধপ্রিয়ই বটে।

দুর্য্যো। বয়স্য কর্ণ, গুরুজনকে প্রণাম করা হয়েছে, এখন বন্ধুবর্গের সঙ্গে যথাক্রমে মিলন-সুখ উপভোগ কর।

কর্ণ। গান্ধারী-তনয়, যজ্ঞের নিয়ম পালন করায় আপনার শরীর কৃশ হয়েছে। তথাপি আপনার কর-মর্দ্দন কচ্ছি। আশা করি, এখনও এই কর-মর্দ্দন সহ্য করার মত বল আপনার আছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা না ক’রে আমি আর কোনও প্রগল্‌ভ বাক্য উচ্চারণ করব না। কারণ, এখন রাজর্য্যুচিত আপনার ধীরগম্ভীর বাক্য শুনে আমার ভয় হয়।

দুর্য্যো। তুমি এরূপ ভাবেই (বন্ধুর ন্যায়) আমার সঙ্গে সর্ব্বদা আলাপ ক’রো।

দ্রোণ। পুত্র দুর্য্যোধন, মহেন্দ্রের প্রিয়সখা রাজা ভীষ্মক তোমার সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। আর্য্য, আসুন। আপনাকে অভিবাদন কচ্ছি।

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, দক্ষিণাপথের পরিঘতুল্য রাজা ভূরিশ্রবা তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। আর্য্য, আসুন।

দ্রোণ। পুত্র দুর্য্যোধন, বসুভদ্র তোমার যজ্ঞ সম্বর্দ্ধনা করেছেন, এবং তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য অভিমন্যুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শকুনি। পুত্র দুর্য্যোধন, ইনি জরাসন্ধের পুত্র সহদেব—তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। বৎস, এস। পিতার ন্যায় পরাক্রম শালী হও।

সকলে। সমাগত রাজন্যবর্গ সকলেই মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। অনুগৃহীত হলেম। রাজগণ, আপনারা সকলেই সমাগত হয়েছেন, কিন্তু রাজা বিরাট ত আসেন নি!

শকুনি। আমি বিরাটের নিকট দূত পাঠিয়েছি। আমার মনে হয়, এঁরা পথে আছেন।

দুর্য্যো। গুরুদেব, আপনি এই ধর্ম্মকার্য্যে গুরু, অস্ত্রবিদ্যায়ও আমার গুরু, দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

দ্রোণ। দক্ষিণা! বেশ! বেশ! প্রথম তোমার শ্রম দূর করাই; তারপর দক্ষিণা।

দুর্য্যো। কি! আচার্য্য আমাকে বিগতশ্রম করাবেন!

ভীষ্ম। হা, বিগতশ্রম করাবেন বৈ কি—

তুমি যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়ে তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত সোমরস পান করেছ—তুমি যশস্বী এবং রাজচ্ছত্রের ছায়া উপভোগ ক'রে থাক। ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য যে স্থলে দরিদ্র সে স্থলে দ্রব্য, ফল বা বিশিষ্ট তার আবার বিচার কি?[১০]

দুর্য্যো। আচার্য্য, আপনার কি ইচ্ছা আজ্ঞা করুন। আদেশ করুন, আমাকে কি কত্তে হবে।

দ্রোণ। পুত্র দুর্য্যোধন, এই বলছি।

দুর্য্যো। আপনি আবার কি চিন্তা কচ্ছেন, প্রভো? আমি আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি শূরের মধ্যে গণ্য, সাহসের কাজও আমি অনেক করেছি। আপনার যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন; বলুন আমাকে কি দক্ষিণা দিতে হবে। যতক্ষণ আমার হস্তে গদা আছে ততক্ষণ সমস্তই আপনার হস্তগত আছে মনে করবেন।

দ্রোণ। পুত্র, বলব বৈ কি। এই বলছি, শুধু বাষ্পবেগে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছে।

সকলে। কি! আচার্য্যও অশ্রুবিসর্জন কচ্ছেন!

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল হ'ল দেখছি।

দুর্য্যো। কে আছ এখানে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

দুর্য্যো। জল নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মহারাজের জয় হ'ক। জল এনেছি।

দুর্য্যো। নিয়ে এস। (কলশ গ্রহণ)

আচার্য্য, অশ্রুপাতে আপনার মুখ কলুষিত হয়েছে, ধুয়ে ফেলুন।

দ্রোণ। হাঁ, তাই বটে। এখন আমার মুখ ধোয়াই কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো। হা ধিক্!

আচার্য্য, আমার পূর্ব্ব শঠতার কথা মনে ক'রে যদি আমাকে সন্দেহ করেন, অথবা কৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব না যদি আপনার মনে এরূপ সন্দেহ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে শত শত শর-প্রহারে আপনার যে হস্ত কঠিন হ'য়েছে সেই হাতখানি বাড়িয়ে দিন, এই জলই দান-গ্রহণের প্রধান উপাদান[১১] হ'ক।

দ্রোণ। বেশ। এখন আমি আশ্বস্ত হ'লেম। পুত্র শ্রবণ কর—

যারা নিরাশ্রয়, দ্বাদশ বৎসর যাদের গতিবিধির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নি, সেই পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর—ইহাই আমার ভিক্ষা ও দক্ষিণা।

শকুনি। (উদ্বেগের সহিত) মশায়, এরূপ বলবেন না। যে শিষ্য আপনার গৌরব-সম্পাদনে চেষ্টিত, যে শিষ্য আপনাকে বিশ্বাস করে, ও যে শিষ্য এখন আপনার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কাছে সে যা প্রদান কত্তে প্রস্তুত নয় এইরূপ প্রস্তাব ক'রে ধর্ম্মবঞ্চনা করবেন না।

দ্রোণ। বলি ধর্ম্মবঞ্চনা কেমন ক'রে হ'ল। শকুনি, তুমি গান্ধার দেশের রাজা বলে নিজকে বড় মনে কচ্ছ, এবং সকলকেই নিজের মত ভাবচ।[১২]

ভাইদের ন্যায্য প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্য দিতে বলছি এটা বঞ্চনা হ'ল বটে! বলি তারা ভিক্ষা চেয়েছে ব'লে কি রাজ্য তাদের দান করা হচ্ছে, না তারা জোর ক'রে রাজ্যটা কেড়ে নিচ্ছে?

সকলে। না, না, জোর ক'রে নেবে কেন! এ কি কথা!

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, তুমি এখন যজ্ঞশেষে স্নান করেছ এটা যেন মনে থাকে। [১৩] সুতরাং যার মুখের কথাটি মাত্র মিত্রের কথার ন্যায়[১৪] এই রকম শকুনির কথা এখন তোমার শোনা উচিত নয়। পৌত্র ভেবে দেখ—

দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবেরা যে দুর্গম বনে ধূলিধূসরিত পদে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমি যে তাদের প্রতি বিমুখ, এবং তারাও যে তোমার প্রতি বাম—এই সকলের একমাত্র কারণ শকুনির অসহনীয় অহঙ্কার।

দুর্য্যো। বেশ, আচার্য্য, ধ’রে নিলুম এ কথা ঠিক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

দ্রোণ। পুত্র, স্বচ্ছন্দে বল।

দুর্য্যো। আচ্ছা পূর্ব্বে যে সভার মধ্যে তাদের অপমান করা হ’য়েছে বলছেন এবং রাজ্য সম্বন্ধে তাদের উপর অন্যায় হ’ল বলছেন তারা ত তখন ইচ্ছা কল্লে বলপ্রয়োগ কত্তে পাত্ত, তবু তারা ক্রোধ প্রকাশ কল্লে না কেন?

দ্রোণ। এই বিষয়ে যে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং ধর্ম্মচ্ছলে যাকে বঞ্চনা করা হ’য়েছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

যখন ভীম সভাগৃহের একটি স্তম্ভ প্রায় তুলছিলেন তখন যুধিষ্ঠিরই তাকে বারণ করেছিলেন। যদি সেই স্তম্ভ (তখন) সেখানে একজনের উপর পড়ত তা’হ’লে শকুনির কি হ’ত?[১৫]

ভীষ্ম। ‘উদোর পিণ্ড বুধোর ঘারে গেল’[১৬] দেখছি। আচার্য্য, এ বড় গুরুতর বিষয়। কলহ করা উচিত নয়।

দ্রোণ। তাই ব’লে অপমানের দান নোব না।[১৭] কলহই হ’ক।

ভীষ্ম। আচার্য্য, প্রসন্ন হন। পৌত্র দেখ,

যারা দুর্ব্বল, বিপন্ন ও নিরাশ্রয় তারাই অনুগ্রহ চায়, অহঙ্কার করে না। তুমি ক্ষমতাশালী (শ্রেষ্ঠ), তুমি (তাদের) আত্মীয়, তোমার কাছে তারা যাচক। তুমি কি তাদের বাঁচাবে, না তারা বনে বনে পশুর সঙ্গে থাকবে?

শকুনি। বেশ, পশুর সঙ্গেই থাকুক।

কর্ণ। আচার্য্য, রাগ ক’রে ফল নাই। এ দুর্য্যোধন। ভাল কথা জোর করে শোনাতে চাইলে রেগে যায়। আর সামনে ভাল লোকের গুণ কীর্ত্তন শুনতে পারে না। শিষ্যের কাজ কত্তে উদ্যত হয়েছেন—কাজ যে প্রায় পণ্ড হ’ল। কাজটি যাতে কত্তে পারেন তারই চেষ্টা করুন। দুষ্ট হাতীকে যেমন নরম হ’য়ে চালান যায় (দুর্য্যোধনকেও) সেই রূপে চালাতে চেষ্টা করুন।

দ্রোণ। বৎস কর্ণ, ব্রাহ্মণের তেজ এখনও লুপ্ত হয় নি। সময় থাকতেই সাবধান করেছ। আমি তোমার ইচ্ছা মতই কাজ করব। বৎস দুর্য্যোধন, তোমার

উপর কি আমার প্রভুত্ব খাটে না?

ভীষ্ম। (স্বগত) হাঁ, এখন পথে এসেছে। মিষ্ট কথাই দুষ্টের ঔষধ।

দুর্য্যো। কেবল আমার উপর কেন, আমার বংশের উপরও আপনার প্রভুত্ব খাটে।

দ্রোণ। হাঁ, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। পুত্র, তোমাকে আমি যদি বঞ্চনা করি তা হ'লেও তোমার কোন দোষ হবে না। তোমাকে যদি আমি পীড়ন করি তা'হলেও তোমার লাভ। মহাবংশে যে পরস্পর মনান্তর থাকে ধর্ম্মকথায় তা দূর হয়।

দুর্য্যো। হাঁ, পরামর্শ কত্তে হবে।

দ্রোণ। কার সঙ্গে, পুত্র? ভীষ্মের সঙ্গে, কি কর্ণের সঙ্গে, কি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সঙ্গে, কি অশ্বথামার সঙ্গে, কি বিদুরের সঙ্গে, কি পিতার সঙ্গে, কি ভাইদের সঙ্গে—কার সঙ্গে পরামর্শ কত্তে চাও বল।

দুর্য্যো। না, এদের সঙ্গে নয়। মাতুলের সঙ্গে।

দ্রোণ। কি! শকুনির সঙ্গে! (স্বগত) তা, হ'লেই সব মাটি হ'ল।

দুর্য্যো। মাতুল, এদিকে আসুন। বয়স্য কর্ণ, এদিকে এস।

দ্রোণ। (স্বগত) আচ্ছা তা'হ'লে এক কাজ করা যা'ক।

(প্রকাশ্যে) বৎস গান্ধাররাজ, এদিকে এস।

শকুনি। এই যে, এসেছি।

দ্রোণ। বৎস, জীবনে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করেছ। এখন দিন ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ব্রাহ্মণের চপলতা থাকেই, কিছু মনে করো না। কোলাকুলি করলেই রুক্ষ কথার দোষ শান্তি হয়।

ভীষ্ম। (স্বগত) শিষ্যের স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে গুরু দ্রোণ শকুনিকেও অনুনয় কচ্ছেন। কিন্তু শকুনিকে শান্ত কত্তে চেষ্টা কল্লেও সে কুটিলতা ছাড়বে না।

শকুনি। (স্বগত) হাঁ, আচার্য্যও শঠ কম নয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাকে শান্ত কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন

[আসিয়া সকলের উপবেশন।

দুর্য্যো। পাণ্ডবদের রাজ্যের অর্দ্ধেক দেওয়া সম্বন্ধে আপনার কি মত।

শকুনি। আমার মত না দেওয়া।

দুর্য্যো। মাতুল, ‘দেওয়াই’ কর্ত্তব্য এ কথাই আপনার বলা উচিত।

শকুনি। যদি রাজ্য দেওয়াই তোমার অভিপ্রায় তা’হ’লে আমাদের সঙ্গে আবার পরামর্শ কেন? সবটাই দিয়ে দাও—অর্দ্ধেক আর কেন?

দুর্য্যো। বয়স্য অঙ্গরাজ, তুমি ত কিছু বলছ না।

কর্ণ। এখন আমার কি বলবার আছে।

ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভাব—রাম যা দেখিয়ে গেছেন, এবং নিজে পালন করছেন, সেই ভাব আমি নষ্ট কত্তে ইচ্ছুক নই। ক্ষমা করা উচিত কি না, কিংবা কাকে ক্ষমা কত্তে হবে ইত্যাদি বিষয় আপনিই বিচার করবেন। আমরা যুদ্ধের সময় আপনার সহায়।

দুর্য্যো। মাতুল, এমন একটা দেশের নাম বলুন ত যেখানে প্রজাগুলি ভাল নয়, যেখানে শস্য জন্মে না। সেখানেই না হয় পাণ্ডবেরা থাকবে।

শকুনি। শোন বলি,

আমার মতে কিছুই দেওয়া উচিত নয়। পার্থের চাইতে পরাক্রমশালী আর কে আছে! মরুভূমি হ’লেও যুধিষ্ঠির যেখানে রাজা সেখানে শস্য হবে।

দুর্য্যো। মাতুল, এখন আমি গুরুর হাতে জল দিয়েছি। কুলবৃদ্ধদের মতে ইহার অন্যথা করা উচিত নয়। সুতরাং আমার পক্ষে ভাল নীতিই হ’ক আর মন্দনীতিই হ’ক এই জলের (সত্যের) মর্য্যাদা আমি রাখব।

শকুনি। অসত্য বিষয় থেকে তোমার মুক্ত হওয়া উচিত।[১৮]

দুর্য্যো। হাঁ মাতুল।

শকুনি। তা হ’লে এদিকে এস। (আসিয়া) আচার্য্য, কুরুরাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—

দ্রোণ। বৎস গান্ধাররাজ, স্বচ্ছন্দে বল।

শকুনি। যদি পাঁচ রাত্রের মধ্যে পাণ্ডবদের কোন খরর পাওয়া যায় তা হ’লে দুর্য্যোধন বলছেন পাণ্ডবদের রাজ্যার্দ্ধ দেবেন। সুতরাং তাদের খবর আনুন।

ছলনা কত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে তারাই বার বৎসর যাদের কোন সংবাদ পেল না, পাঁচ রাত্রের মধ্যে আমাকে তাদের খবর নিয়ে আসতে হবে। এর চাইতে “বরং রাজ্য দেওয়া হবে না” এ কথা পরিষ্কার ক’রে বল না কেন?

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, ধর্ম্মের মধ্যে ছলনা থাকতে নেই। আমরা সকলেই তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হয়েছি। পৌত্র দেখ, এক বৎসরের মধ্যেই হ’ক আর শত বৎসরের মধ্যেই হ’ক, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য দাও। হে বীর, কুরুবংশীয়েরা সর্ব্বদাই প্রতিজ্ঞা পালন ক’রে থাকে। তুমিও সত্য পালন কর।

দুর্য্যো। যা বলেছি তাই ঠিক।

দ্রোণ। (স্বগত) হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন ক’রে নষ্ট সীতার সংবাদ এনেছিলেন এস্থলে আমার আকাঙ্ক্ষাও হনুমানের দশা প্রাপ্ত হ’ল দেখছি। কোথা থেকে পাণ্ডবদের সংবাদ আনব?

ভট। মহারাজের জয়। বিরাট নগর থেকে একজন দূত এসেছে।

সকলে। শীঘ্র সভায় নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা।

ভটের প্রবেশ

দূত। মহারাজের জয়।

সকলে। বিরাট-রাজ কি এলেন?

তিনি বড় বিষন্ন, তাই আসতে পাল্লেন না। রাজার সম্বন্ধী কীচক ও কীচকের যে একশত ভাই তাঁর কাছে থাকতেন তাদিগকে কে রাত্রিকালে গুপ্তভাবে শুধু বাহু

দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছে! দেখে বোধ হয় শস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয় নি।

ভীষ্ম। কি! শস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয় নি! (স্বগত) আচার্য্য, পাঁচ রাত্রি স্বীকার করুন।

দ্রোণ। কেন?

ভীষ্ম। নিশ্চয় বাহুশালী ভীমেরই এই কাজ! এই শত ভাইর উপর যে রাগটা ছিল, সেই রাগটা সেই শত ভাইর উপর প্রকাশিত হয়েছে।

দ্রোণ। কি ক'রে বুঝলেন?

ভীষ্ম। বংশে যারা অভিজ্ঞ তাদের বালকসুলভচঞ্চলতা থাকে না। বাছুরের কোথায় শিং উঠবে ষাঁড় তা জানে।

দ্রোণ। কি ষাঁড়! বটে! তা হ'লে কার্য্য সিদ্ধ হ'ল। (প্রকাশ্যে) পুত্র দুর্য্যোধন, আচ্ছা পাঁচ রাত্রই স্বীকার।

দুর্য্যো। বেশ।

দূতের প্রবেশ

দ্রোণ! যে সকল রাজা যজ্ঞ দেখতে এসেছেন সকলে শুনুন। এই কুরুরাজ দুর্য্যোধন—না না মাতুলের সহিত এই কুরুরাজ দুর্য্যোধন—বলছেন যদি পাঁচ রাত্রের মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ পাওয়া যায় তা'হ'লে অর্দ্ধেক রাজ্য তা দিগকে ছেড়ে দেবেন। পুত্র, বটে ত।

দুর্য্যো। হাঁ।

দ্রোণ। আচ্ছা, এই কথা দুই তিন বার বল।

শকুনি। আচ্ছা, সময় হ'লে বুঝব।

দ্রোণ। গাঙ্গেয়, শুনলে ত?

ভীষ্ম। (স্বগত)

যখন আচার্য্যের আনন্দ ধৈর্য্য অতিক্রম ক’রে প্রকাশিত হয়েছে তখনই বুঝেছি যিনি বঞ্চিত হ’তে যাচ্ছিলেন তিনিই দুর্য্যোধনকে এস্থলে বঞ্চনা কল্লেন। (প্রকাশ্যে) পৌত্র দুর্য্যোধন, বিরাটের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। ইহা তোমরা কেউ জান না। আবার বিরাট তোমার যজ্ঞ দেখতেও এলেন না। অতএর তাঁর সমস্ত গোরু নিয়ে আসা যা’ক। (স্বগত) হে সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবেরা রথের শব্দ শুনে, ধর্ষিত হ’য়ে ক্রুদ্ধ হবে। তাদের কৃতজ্ঞতা আছে| জোর ক’রে গোরু আনতে গেলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

ভটের প্রবেশ

ভট। রথ ও বাহন সজ্জিত হয়ে বিরাটের গো-গৃহে গমন কত্তে উদ্যত হয়েছে।

দুর্য্যো। এ সকল রথ নিয়ে গিয়ে সত্বর বিরাটের গোরুগুলি নিয়ে এস। যজ্ঞের সময় গদা শান্তি ভোগ করেছে, এখন আবার হাতে নিব।

দ্রোণ। লোক পাঠিয়ে দাও আমার রথও নিয়ে আসুক।

শকুনি। আমার হাতী নিয়ে এস।

কর্ণ। যুদ্ধ-সামগ্রী ব’য়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার রথ নিয়ে এস।

ভীষ্ম। বিরাট-নগরে যাওয়ার জন্য আমার মন (বুদ্ধি) ব্যগ্র হয়েছে। ধনুটাও যাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করুক।

সকলে। আমরা সকলে আপনার আজ্ঞাকারী। আপনি এখানে থাকুন। শুধু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের সঙ্গে যাবে|

দ্রোণ। আমরা দু’জনে কিন্তু এই যুদ্ধে তোমার পরাক্রম দেখতে চাই।

দুর্য্যো। আপনাদের যা অভিরুচি তাই হবে।

দ্রোণ। বৎস গান্ধাররাজ, এই গোরু আনার কার্য্যে তোমার রথই প্রথম যাবে।

শকুনি। বেশ ভাল কথা।

[সকলের প্রস্থান।

---

1. ↑

দ্রোণঃ, পৃথিব্যর্জ্জুন-ভীম-দূতো,
যঃ কর্ণধারঃ শকুনীশ্বরস্য।
দুর্য্যোধনো ভীষ্মযুধিষ্ঠিরঃ স
পায়াদ্ বিরাড়ুত্তরগোহভিমন্যুঃ॥

2. ↑ মূলে “অমরোত্তমমুখং” পাঠ আছে। আমি ‘অমরোত্তমমুখঃ’ পাঠ ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছি।
3. ↑ মূলে ‘তদ্‌গুণৈঃ’ পাঠ আছে, কিন্তু ‘তদ্‌গুণঃ’ পাঠ ধরিলেই অর্থপ্রতিপত্তি সহজ হয়।
4. ↑ “পার্শ্বে বৃষলং ন সহতে” —বৃষল শব্দ ঐতিহাসিকের পক্ষে এ স্থলে বড়ই মূল্যবান।
5. ↑ “জ্ঞাতি জ্ঞাতিভয়াদিব” পাঠ আছে। ‘জ্ঞাতি-ভয়’ শব্দের গূঢ় অর্থ আছে—সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ।
6. ↑ মূলে ‘আগত কথা’ পাঠ আছে।
7. ↑ ‘অযশো নিপীতবান’—মূলে এই বাক্যটি আছে— ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি যতদূর সম্ভব অযশ লাভ করেছিলেন।
8. ↑ মূলে “অয়মক্রমঃ” এই পাঠ আছে—এটা অভিবাদনের ক্রম নহে। “অথ কঃ ক্রমঃ?”
9. ↑ এ স্থলে পৌরাণিক কথার আভাস আছে।
10. ↑

কিং তদ্ দ্রব্যং, কি ফলং, কো বিশেষঃ
ক্ষত্রাচার্য্যো যত্র বিপ্রো দরিদ্রঃ।

—এ সকলের বিচার না ক’রেই দান কত্তে হবে।

11. ↑ প্রতিজ্ঞা স্বরূপ।
12. ↑ “গান্ধার-বিষয়বিস্মিত! শকুনে! ত্বমনার্য্যভাবাৎ সর্ব্বলোকমনার্য্যমিতি মন্যসে?”—‘বিষয়’ শব্দটি দ্ব্যর্থক—দেশ এবং সম্পত্তি। তাৎপর্য্য এই—
(১) তুমি গান্ধার দেশের রাজা, সুতরাং নিজকে বড় মনে ক’রে লঘু-গুরু বিচার না ক’রে মুখে যা আস্‌চে তাই বল্‌চ। (২) তুমি গান্ধার দেশের লোক সুতরাং অনার্য্য (গান্ধার দেশে তখন অনার্য্য দিগের বসতি ছিল বুঝিতে হইবে) কাজেই নিজে যেমন অনার্য্য তেমনি অন্যকেও নিজের মত অনার্য্য ভাবে পূর্ণ মনে কচ্ছ।
13. ↑ তাৎপর্য্য, এখন তুমি পাশা খেলছ না।
14. ↑ “মিত্র মুখস্য,” পড়িলে বিষকুম্ভ পয়োমুখ’ কথা মনে আসে।
15. ↑ ‘ন শকুনিরাক্ষিপেৎ’—শকুনির আক্ষেপের কিছু কারণ হইত না। মরিলে তোমাদের ভাইদের মধ্যেই কেহ মরিত।
16. ↑ “অন্যৎ প্রস্তুতমন্যদাপতিতম্”—কথা হচ্ছিল এক বিষয়ে এখন গেল অন্য বিষয়ে।
17. ↑ “অত্র কদর্থং ন কার্য্যং”—কুৎসিৎ যাচ্ঞা করব না।
18. ↑ ‘অনৃতবচনান্যোচয়িতব্যো ভবান ননু’ —শকুনি এক ভাবে বলিলেন, দুর্য্যোধন আর এক ভাবে বুঝিলেন।

প্রবেশক

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের গাইগুলির যেন বাছুর না মরে। গোপ-যুবতীগণ যেন বিধবা না হয়। আমাদের রাজা বিরাট পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হ’ন। বিরাটের জন্মোৎসব[১] উপলক্ষে গোদানের জন্য নগরের উপবনবীথীতে গোরুগুলি এবং উৎসব-হৃষ্ট[২] গোপদের ছেলে মেয়েরা আসুক। যাই আমিও তাড়াতাড়ি গিয়ে আমোদ করি। একি! শুকনা গাছের শুকনা ডালে কাকটা ঠোঁট ঘসছে, আবার সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বিকট শব্দও কচ্ছে। গোরুগুলির ও আমাদের মঙ্গল হ’ক। যাই তাড়াতাড়ি গিয়ে গোয়ালাদের ছেলে মেয়েদের ডেকে নিয়ে আসি। গোমিত্রক, গোমিত্রক।

গোমিত্রক। মাতুল, প্রণাম করি।

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের ও আমাদের গোরুগুলির শান্তি হ’ক। ওরে গোমিত্রক, মহারাজ বিরাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোদানের জন্য নগরের উপবনবীথীতে সমস্ত গোধন এবং উৎসব-হৃষ্ট গোয়ালাদের ছেলে মেয়েরা আসুক। ওরে গোমিত্রক, গোয়ালাদের ছেলে মেয়েদের ডেকে আন।

গোমিত্রক। যে আজ্ঞা মাতুল। ওগো গো-রক্ষিণিকা, ঘৃতপিণ্ড, স্বামিনী, বৃষভদত্ত, কুম্ভদত্ত, মহিষদত্ত, শীঘ্র এস, শীঘ্র এস।

সকলের প্রবেশ

সকলে। মাতুল, প্রণাম।

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের ও গোয়ালাদের ছেলে মেয়েদের মঙ্গল হ’ক। মহারাজ বিরাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোদানের জন্য এই নগরের উপবন-বীথীতে সমস্ত গোধন আসুক। যতক্ষণ না সব গোরু আসে আমরা সকলে নাচব গাইব।

সকলে। যে আজ্ঞা, মাতুল।

বৃদ্ধ গোপালক। বাঃ! বেশ নেচেছ। বেশ গেয়েছ। আমিও নাচব এখন।

সকলে। হায় হায়! মাতুল, দেখ কত ধূলি উড়ছে।[৩]

বৃদ্ধ গোপালক। কেবল ধূলি নয়, শঙ্খ এবং দুন্দুভির শব্দও শোনা যাচ্ছে।

সকলে। দিবসে চন্দ্রের প্রভার ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ জ্যোৎস্নাঢাকা শতমণ্ডল-বেষ্টিত সূর্য্য[৪] যেন এই দেখা যাচ্ছে আবার এই দেখা যাচ্ছে না।

গোমিত্রক। হায়! হায়! মাতুল, দধিপিণ্ডের ন্যায় ছাতাযুক্ত সাদা ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে এই সকল চোর সমস্ত ঘোষপল্লী ছেয়ে ফেল্লে যে! এরা কে?

বৃদ্ধ গোপালক। হায়! হায়! বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে ফেল্লে! ছেলে মেয়েরা সব বাড়ীতে ঢুকে পড়।

সকলে। যে আজ্ঞা, মাতুল।

বৃদ্ধ গোপালক। হায়! হায়! থাম,থাম। মার, মার, ধর, ধর। যাই মহারাজ বিরাটকে খবর দেই গিয়ে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ভটের প্রবেশ

ভট। ওহে সকলে বিরাট-রাজকে বল গিয়ে যে দস্যুর কাজে বিক্রম প্রকাশ[৫] ক'রে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা গোরু চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বাছুরগুলি পালিয়ে যাচ্ছে, গোরুগুলি ব্যথিত হ'য়েছে, ষাঁড়গুলি চকিতনয়নে মুখ তুলে চাচ্ছে। চারিদিকেই আকুল চীৎকার। গোরুগুলি ভারী ভয় পেয়েছে। এদের দিকে তাকান যাচ্ছে না।

নেপথ্যে

কি! ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা গোরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

ভট। হাঁ, আর্য্য।

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ

কাঞ্চু। যারা ভ্রাতৃদ্রোহী এই কার্য্য তাদের উপযুক্তই বটে। তারা—

ধনুতে গুণ চড়িয়ে, গোধার চামড়ার অঙ্গুলিত্র প’রে, বর্ম্ম দিয়ে শরীর ঢেকে, সুসজ্জিত রথে চ’ড়ে, বলে দর্পিত হ’য়ে, যুদ্ধ সজ্জা ক’রে এবং অস্ত্র নিয়ে বিরাট রাজার গোরুগুলির উপর শত্রুতা প্রকাশ কচ্ছে।

জয়সেন, মহারাজ এখন জন্ম-নক্ষত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজায় ব্যাপৃত। এই সংবাদ এই অসময়ে দিলে তিনি রাগ করবেন। সুতরাং দেবকার্য্য শেষ হ’লে রাজাকে সংবাদ দিব।

ভট। আর্য্য, এটা বড় গুরুতর বিষয়। শীঘ্রই সংবাদ দিন।

কাঞ্চুকীয়। আচ্ছা, তবে দিচ্ছি।

রাজার প্রবেশ

রাজা। রথের শব্দে ভীত হ’য়ে গোরুগুলি ছোট ছোট বাছুর গুলির সঙ্গে ত্রাসে চারিদিকে পালিয়ে যাচ্ছে, এবং (ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা) আমার গোধন চুরি ক’রে নিয়ে যাচ্ছে—আর কি না কাঁধের দিকে স্থূল, চঞ্চল বলয়যুক্ত, চন্দনচর্চ্চিত আমার হাত দুটি এখন উপাদেয় অন্ন[৬] তুলে মুখে দিচ্ছে! এ বড় লজ্জার কথা। জয়সেন! জয়সেন!

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ’ক।

রাজা। মহারাজ ব’লে আর আমাকে ডেকো না। আমার ক্ষত্রিয়ত্ব অপমানিত হয়েছে। যুদ্ধের বিস্তারিত খবর বল।

ভট। অপ্রিয় খবর বিস্তারিত বলতে নেই। মোটামুটি বলছি—

রথের ধূলিতে সমস্ত গোরুর এক রং হ’য়ে গেছে। কেবল কশাঘাত কল্লে পর এদের গায়ের নানা বর্ণের রেখা দেখা যায়।

রাজা। তা হ’লে, আমার রথ শীঘ্র সাজিয়ে আন। আমার প্রতি যাদের প্রকৃত ভক্তি আছে তারা আমার অনুগমন করুক। গোধন উদ্ধারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে

শত্রুসৈন্যের সম্মুখে থেকে যত্ন কত্তে হবে। মৃত্যু হ’লেও তাতে যশ। আর মোচন কত্তে পাল্লে ত ধর্ম্ম আছেই।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। আমার সঙ্গে দুর্য্যোধনের শত্রুতার কারণ কি? অ’! তাই! যজ্ঞ দেখতে যাই নি। হাঁ, বুঝেছি! কীচকেরা মরেছে— আমাদের এখন শোকের সময়— কাজেই আক্রমণের এই সুযোগ। অথবা আর একটা কারণ আছে। আমি পরোক্ষে পাণ্ডবগণের সুহৃৎ—সুতরাং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে হবে। ভগবান (যুধিষ্ঠির) হস্তিনাপুরে ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের প্রকৃতি বেশ জানেন।

অথবা দুর্যোধনের দোষ জানলেও ভগবান বলবেন না। কিন্তু আমার প্রয়োজন। যার প্রয়োজন আছে সে অক্লান্ত ভাবে বারে বারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক’রে থাকে (শিষ্টতা মানে না)।

কে আছ এখানে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ’ক।

রাজা। ভগবানকে ডেকে দাও।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ। [প্রস্থান।

ভগবানের প্রবেশ

ভগবান! (চারিদিকে দেখিয়া) ব্যাপার কি?

হাতী সব সাজছে, ঘোড়াগুলি বর্ম্ম পরেছে। এই উদ্যোগ দেখে আমি যেরূপ ভয় কখনও অনুভব করি নি আজ আমার মনে সেরূপ ভয় আসছে। আমি স্থির-বুদ্ধি সুতরাং নিজের জন্য ভয় করি না, কিন্তু আমার ভাইরা সব যে চপল।

রাজা। ভগবান, আপনার জয় হ’ক। বিরাট আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

ভগবান। স্বস্তি।

বিরাট। ভগবান, এই আসনে বসুন।

ভগবান। (বসিয়া) মহারাজ, যুদ্ধের উদ্যোগ কেন? রাজলক্ষ্মী কি এখনও সন্তুষ্ট হন নি? গর্ব্বিতকে পীড়ন করবেন, না পীড়িতকে মুক্ত করবেন?

রাজা। ভগবান, আমার গোরু নিয়ে গিয়ে যে আমার অপমান করেছে।

ভগবান। কে?

রাজা। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা।

ভগবান। (স্বগত) হায়! কি কষ্টের কথা।

জ্ঞাতিত্বের (শোণিত সম্পর্কের) কথা মনে হ'লে মনস্বীর মনও আকুল হয়। বৈরনির্য্যাতনপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের অপরাধ কল্লে আমাদেরও অপরাধ হ'য়েছে মনে হয়।

বিরাট। ভগবান, ভাবছেন কি?

ভগবান। না কিছু নয়। এদের বিষয়ই চিন্তা কচ্ছি।[৭]

রাজা। আজ থেকে সব শেষ হবে। ক্ষমতা থাকলেও যুধিষ্ঠির ক্ষমা করেছেন, কিন্তু আমি কচ্ছি না।

ভগবান! (স্বগত) এখন যে খড়ের বিছানায় মাটিতে শুই, আমাদের যে রাজ্যনাশ হয়েছে, দ্রৌপদীর যে অপমান হয়েছে, আমরা যে ছদ্মবেশ ধ'রে আছি, আশ্রিতের আশ্রয় ল'য়ে বাস কচ্ছি—এই সমস্তই এখন শ্লাঘ্য মনে হচ্ছে—কেন না, এতে আমার ক্ষমা প্রকাশ পাচ্ছে।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। দুর্য্যোধন কি কত্তে চাচ্ছে?

ভট কেবল দুর্য্যোধন নয়—পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়ই এসেছে। দ্রোণ এসেছেন, জয়দ্রথ এসেছেন, শৈল্য, অঙ্গরাজ, শকুনি ও কৃপ এসেছেন। তাঁদের রথের

দোলায় পতাকার সঙ্গে ধ্বজ-দণ্ড নড়েই আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হ’তে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাণের আর প্রয়োজন হয় নি।

রাজা। (উঠিয়া করযোড়ে) কি! গাঙ্গেয়ও এসেছেন!

ভগবান। বেশ! বেশ! অপমানিত হয়েও আপনি শিষ্টাচার দেখালেন।

(স্বগত) কুরুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় গুরু কি জন্য এলেন। মনে হয়, আমরা প্রতিজ্ঞা হ’তে উত্তীর্ণ হ’য়েছি তা’ই মনে ক’রে দিতে এসেছেন।

(প্রকাশ্যে) * * * * *

রাজা। এখানে কে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ’ক।

বিরাট। সারথিকে ডাক।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

সারথির প্রবেশ

সারথি। মহারাজ দীর্ঘায়ু হ’ন। মহারাজের জয় হ’ক।

বিরাট। শীঘ্র আমার রথ আন। আজ রণের পূজনীয় অতিথি এসেছেন। শর দিয়ে আজ তাকে তুষ্ট করব। ‘যুদ্ধে জয় ক’রে আসব’ তার এই আশা নিষ্ফল করব।

সারথি। যে আজ্ঞা আয়ুষ্মান। আয়ুষ্মন,

আপনি যে রথে চড়ে সৈন্য বিনাশ করেন, যে রথ আপনার পরিচিত, রথ চালাবার কৌশল দেখাবার জন্য সেই রথে চড়ে কুমার উত্তর যুদ্ধে গিয়েছেন।

বিরাট। কি! উত্তর যুদ্ধে গেছে!

ভগবান। মহারাজ! কুমারকে নিবারণ করুন—রণাগ্নির অনেক গুণ ও অনেক দোষ, আর রণাগ্নি বড় উগ্র। সামনে পেলে বালক ব’লে কাকেও ছেড়ে দেয় না। অথচ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যে কিছু দয়া করবে তাও নয়। মহারাজ, কুমারের পরাজয় আশঙ্কা করেই যুদ্ধের দোষ কীর্ত্তন কল্লুম, কিছু মনে করবেন না।

রাজা। তা’হ’লে শীঘ্র আর একখানা রথ সাজিয়ে আন।

সারথি। যে আজ্ঞা, আয়ুষ্মান।

রাজা। আচ্ছা, এদিকে এস।

সারথি। আয়ুষ্মান, এই যে আমি এসেছি।

রাজা। তুমি কুমারের রথ চালাতে গেলে না কেন? কুমার কি তোমাকে বলেন নি? তুমিত রাজার সারথি!

সারথি। আয়ুষ্মন, প্রসন্ন হ’ন। রথ সাজিয়ে শিষ্টাচার দেখিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছিলুম। সারথির শিষ্টাচারকে অগ্রাহ্য করবার জন্যই হ’ক, অথবা সারথ্যে আবার কি কৌশল আছে—এটা প্রমাণ করার জন্যই হ’ক, আমাকে না ক’রে বৃহন্নলাকে কুমার সারথি করেছেন।

ভগবান। মহারাজ, আর রাগ করবেন না।

নিজের রথের চাকার ধূলিতে দুর্দ্দিন ক’রে যদি বৃহন্নলার সঙ্গে উত্তর যুদ্ধে গিয়ে থাকে তা হ’লে মুহূর্ত্ত মধ্যে চাকার শব্দেই শত্রুদিগকে নিবারণ ক’রে বাণছাড়া রথই যুদ্ধ জয় করে আসবে।

রাজা। শীঘ্র অন্য রথ সাজিয়ে আন।

সারথি। যে আজ্ঞা আয়ুষ্মান।

[প্রস্থান।

ভটের প্রবেশ

ভট। কুমারের রথ ভেঙ্গে গিয়েছে।

রাজা। কুমারের রথ ভেঙ্গে গিয়েছে!

ভট। তবে শুনুন মহারাজ— সমরকুশল বহু শত্রুসৈন্য দ্বারা অশ্বপথ বদ্ধ হ’য়েছিল। তখন বৃহন্নলা শ্মশানের দিকে রথ চালিয়ে দিল। শত্রুরা অশ্বের লোভে রথখানি ভেঙ্গে দিল। [৮]

ভগবান। (স্বগত) অা! সেখানে গাণ্ডীব রয়েছে যে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কিছু অমঙ্গল দেখা যাচ্ছে। রথ শ্মশানের দিকে গেল! যেখানে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আছে সেখানে শ্মশান ত হবেই।

রাজা। ভগবান, অসময়ে গুরুতর বিষয় নিয়ে পরিহাস কল্লে রাগ হয়।

ভগবান। রাগ করবেন না। এযাবৎ একটি কথাও মিথ্যা বলি নি।

রাজা। হবে। যাও, আবার গিয়ে সংবাদ নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। একি! গর্জ্জনশীল স্রোত আবদ্ধ হ’লে যেমন সহসা একটা ভয়ঙ্কর শব্দ সমস্ত মেদিনী কম্পিত ক’রে আরও গভীর হ’য়ে উঠে, তেমনি একটা শব্দ শুনছি! কারণ জানতে হবে।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ’ক। শ্মশানে মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম ক’রে রথ ও ঘোড়া নিয়ে—

ভগবান। (স্বগত) এব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে মিথ্যবাদী করবে না।

ভট। শত শত শর নিক্ষেপ ক’রে নীল হাতীগুলি কপিল বর্ণ ক’রে দিল। এমন একটি ঘোড়া বা যোদ্ধা নেই যার গায়ে অন্ততঃ একশ শর বসে নি। বড় বড় রথগুলি শর-প্রহারে স্তম্ভিত হ’য়ে আছে। শর দ্বারা সমস্ত পথ আচ্ছন্ন হ’য়ে গেছে। প্রচণ্ড ধনু শরের নদী বহাচ্ছে।[৯]

ভগবান। (স্বগত) অর্জ্জুনের অক্ষয় তূণীত্বই ইহার কারণ। এই অক্ষয়তূণীত্বের জন্যই খাণ্ডবদাহন কালে যতক্ষণ বাসব বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছিলেন অর্জ্জুনও ততক্ষণ শরবর্ষণ করেছিলেন।

রাজা। শত্রুর সংবাদ কি?

ভট। আমি স্বয়ং শত্রুর কোন সংবাদ জানি না, তবে দূতের মুখে শুনেছি দ্রোণ ধনুষ্টঙ্কার শুনেই বুঝেছেন এ তাঁরই ধনুর টঙ্কার, সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেছেন। পায়ের পাশে শর পড়েছে দেখেই যথেষ্ট মনে ক'রে ভীষ্ম আর তীর ছোড়েন নি। শরপ্রহার সহ্য কত্তে না পেরে কর্ণ পালিয়েছেন। অন্য রাজাদের ত কথাই নেই। কেবল বালক অভিমন্যু বিপদ দেখেও ভীত হয় নি।

ভগবান। কি! অভিমন্যুও যুদ্ধে এসেছে! মহারাজ, কুরু ও পাণ্ডব বংশের উজ্জ্বল জ্বালাময় অগ্নিতুল্য অভিমন্যু যদি যুদ্ধে এসে থাকে, তা'হ'লে অন্য সারথি পাঠিয়ে দিন। বৃহন্নলা অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধে একেবারেই অক্ষম।

রাজা। ভগবন, বলেন কি?

পরশুরাম শরপ্রহারে ভীষ্মের কবচ ভেদ কত্তে পারেন নি, দ্রোণাচার্য্য সমস্ত শর মন্ত্রপূত ক'রে নিক্ষেপ ক'রে থাকেন। তাঁরা দু'জনই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে প্রস্থান করেছেন। কর্ণ ও জয়দ্রথ পরাজিত হ'য়েছেন। অন্যান্য নৃপতিবৃন্দও রণস্থল পরিত্যাগ করেছেন। পিতার পরাক্রমের ভয়ে ভীত হ'য়ে কি কুমার (উত্তর) অভিমন্যুকে ছেড়ে দেবেন? তবে একটা কথা আছে। অভিমন্যু আমাদের আত্মীয়, আর উভয়েরই তুল্যরূপ ও তুল্যবয়স। এতে যদি অভিমন্যু রক্ষা পায়!

ভট। মহারাজ,

অশ্বরশ্মি শিথিল হ'লেই কুমারের রথ প্রবল বেগে ছুটে অভিমন্যুর সম্মুখ থেকে চলে যায়, নিকটে পেয়েও (কুমার) অভিমন্যুকে প্রহার করেন না, অভিমন্যুর কোনও অপকার করেন না। অভিমন্যুর নিকটে নিকটে রথখানি ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় যেন ইচ্ছে ক'রে এরূপ কচ্ছে।

রাজা। আবার গিয়ে শত্রুর সংবাদ নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মহারাজের জয় হ'ক। বিরাট-রাজের জয় হ'ক। সুসংবাদ আছে। যারা গোরু চুরি কত্তে এসেছিল তার পরাজিত হ'য়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদিগকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

ভগবান। মহারাজের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে শুনে প্রীত হলুম।

রাজা। না, এ আমার সৌভাগ্য নয়। ভগবানের অনুগ্রহ। কুমার কোথায়?

ভট। শত্রুপক্ষের যে সকল বীরপুরুষ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করেছেন তাদের বীরত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ কচ্ছেন।

রাজা। কুমারের এই কার্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পরাজিত শত্রুর গুণ কীর্ত্তন ক'রে সম্মান দেখালে তাদের মনোবেদনার লাঘব হবে। বৃহন্নলা কোথায়?

ভট। সুসংবাদ নিয়ে অন্তঃপুরে গেছেন।

রাজা। বৃহন্নলাকে ডেকে আন।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

বৃহন্নলার প্রবেশ

বৃহ। (চারিদিকে তাকাইয়া সবিষাদে)

গাণ্ডীবে গুণ চড়িয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে অল্পকাল মাত্র যুদ্ধ কত্তে হয়েছে। শর-পরিবর্ত্তনে শিথিল মুষ্টি সংহতও হয় নি। অঙ্গুলিত্র পরা অঙ্গুলিরও বিশেষ কোন কৌশল দেখাতে হয় নি। এখানে যে বীরত্ব দেখাবার বেশী প্রয়োজন হয় নি তা ভালই হ'য়েছে। স্ত্রী-বেশ ধারণ করেছি বলে দেহ অনেকটা শিথিল হ'য়েছে। গাণ্ডীব হাতে ছিল বলেই আমার মনে হয়েছে যে আমিই সেই অর্জুন।

আমি স্ত্রী-বেশ ধারণ ক'রে লজ্জিত হ'য়েই ধনু আকর্ষণ ক'রে রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এই যুদ্ধ যে শীঘ্র শীঘ্র শেষ হ'য়ে গিয়েছে তা ভালই হ'য়েছে। [১০]

গোধন উদ্ধার করেছি, শত্রুকে পরাজিত করেছি, তবু আমার মনে আনন্দ হচ্ছে না। সৈন্য-শ্রেণীর সম্মুখভাগে দুষ্ট দুঃশাসনকে শর-প্রহারে বিকল ক'রে বিরাটরাজের রাজধানীতে বেঁধে নিয়ে আসতে পাল্লুম না!

উত্তরা আদর ক'রে যে সকল অলঙ্কার দিয়েছিল সেগুলি প'রে রাজার সামনে যেতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। যাক্, যাই দেখা ক'রে আসি। এই যে! আর্য্য যুধিষ্ঠিরও যে এখানে।

তিনি এখন যুবক হ’য়েও সন্ন্যাসী, ক্ষত্রিয় হ’য়েও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী, রাজ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ ভাজন (রাজা) তবু রাজ্যহীন। তিনি এখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেছেন সুতরাং বিচারকার্য্যের ভার পরিত্যাগ করেছেন।[১১]

(নিকটে আসিয়া) ভগবন, প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভগবান। স্বস্তি।

বৃহ। প্রভুর জয় হ’ক।

রাজা। রূপের বা বংশের কোনও বিশেষত্ব নেই। নীচ ব্যক্তি ভাল কাজ কল্লেই মহৎ হয়। বৃহন্নলার এই স্ত্রীরূপ ঘৃণ্য, কিন্তু এখন এই স্ত্রীরূপই সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। বৃহন্নলে, তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ, কিন্তু তোমাকে আরও পরিশ্রান্ত করব। যুদ্ধের সংবাদ সমস্ত খুলে বল।

বৃহন্নলা। মহারাজ, শুনুন।

রাজা। বীরের কাজ বর্ণন ক’চ্ছ, প্রাকৃতে না ব’লে সংস্কৃতে বল।

বৃহন্নলা। শুনুন, মহারাজ।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ’ক।

রাজা। তোমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন দেখছি। তোমার এত হর্ষের কারণ কি?

ভট। এমন সুসংবাদ আছে যা সহজে বিশ্বাস হবে না। অভিমন্যু বন্দী হ’য়েছে।

বৃহ। কিরূপে বন্দী হ’ল?

(আত্মগত) আজ আমি সমস্ত সৈন্যের বল পরীক্ষা করেছি অভিমন্যুর বলও পরীক্ষিত হতে দেখেছি।

কীচক নিহত হয়েছে। বিরাট সৈন্যের মধ্যে অভিমন্যুকে বন্দী কত্তে পারে এমন ত কাউকে দেখছি না!

ভগবান। বৃহন্নলে, কি শুনছি?

বৃহ। ভগবন্

অভিমন্যু বলবান ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, কে তাকে বন্দী করেছে জানি না। পিতার ভাগ্য-দোষেই আজ তার পরাজয় হ'ল।

রাজা। বন্দী হ'ল কিরূপে?

ভট। রথে আরোহণ ক'রে নির্ভয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রথ থেকে নামিয়ে এনেছে।

রাজা। কে?

ভট। মহারাজ যার উপর পাকশালার ভার দিয়েছেন তিনি।

বৃহ। (জনান্তিকে) আর্য্য ভীম তাকে আলিঙ্গন করেছেন, বন্দী করেন নি।

আমি দূরে থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হয়েছি, এই কাজ ক'রে তিনি পুত্রস্নেহ সম্পূর্ণ-রূপে উপভোগ করেছেন।

রাজা। শিষ্টাচারের সহিত অভিমন্যুকে সভায় নিয়ে এস।

ভগবান। মহারাজ, অভিমন্যু কৃষ্ণ ও পাণ্ডব বংশের গৌরব। ইহাকে সম্মান কল্লে লোকে বলবে রাজ বিরাট ভয় পেয়েছেন। সুতরাং তার অপমান করাই উচিত।

রাজা। যদুবংশের তনয় অপমানের যোগ্য নহে।

অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরের পুত্র, কুমার উত্তরের সমবয়স্ক; দ্রুপদের সহিত আমাদের কুলগত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং অভিমন্যু আমার পৌত্র। বিশেষতঃ অতিথি পূজার্হ, এবং পাণ্ডবেরা আমার প্রিয়।

ভগবান। হাঁ, ঠিক কথা। আমি যা বলেছিলুম তা আমার বলা উচিত হয় নি।

রাজা। তা’ হ’লে অভিমন্যুকে কে সভায় নিয়ে আসবে?

ভগ। বৃহন্নলাই তাকে নিয়ে আসুক।

রাজা। বৃহন্নলে, অভিমন্যুকে রাজ-সভায় নিয়ে এস।

বৃহ। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (আত্মগত) যা এতক্ষণ চাচ্ছিলুম তাই এখন কত্তে পেয়েছি।

ভগবান। (আত্মগত)

আমার সাক্ষাতে পুত্রকে দেখে অর্জ্জুন লজ্জায় কিছু বলতে পারবে না। এখন উভয়ের দেখা হবে, নির্জ্জন স্থানে দেখা হ’লে বৃহন্নলা পুত্রকে আলিঙ্গনও কত্তে পারবে। অর্জ্জুনের চক্ষু হ’তে আনন্দাশ্রু নির্গত হ’লেও আর কেহ দেখবে না।

রাজা। ভগবন্, কুমার উত্তরের বীরত্বের কাহিনী শুনুন—

ভীষ্ম প্রভৃতি রাজগণ বিতাড়িত হয়েছেন, অভিমন্যু বন্দী হয়েছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে উত্তর আজ সমস্ত পৃথিবী জয় করেছে।

ভীমসেনের প্রবেশ

ভীম। (স্বগত) জতুগৃহে যখন অগ্নি লাগে তখন মাতা কুন্তী ও ভাইদিগকে বাহুতে তুলে নিয়ে পালিয়েছিলুম। কিন্তু এক বালক অভিমন্যুকে বাহু দিয়ে তুলে রথ থেকে নামিয়ে আজই প্রথম ঠিক তেমন শ্রম অনুভব করেছি।

কুমার, এদিকে।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। এ কে?

ইহার বক্ষোদেশ বিশাল, উদর তনিমাযুক্ত, অংসদেশ উন্নত, ঊরু মহান্, কটীদেশ কৃশ। এরূপ বলশালী লোক এক হাত দিয়ে জোরে ধরে আমাকে রথ থেকে নামিয়ে নিয়ে এল, অথচ আমার শরীরে একটুও ব্যথা দিল না!

বৃহ। কুমার, এদিকে।

অভি। ইনি আবার কে?

হস্তিনীর রূপ যেমন গজের শরীরে শোভা পায় না, রমণীর রূপও তেমন ইহার শরীরে শোভা পাচ্ছে না। ইহার পরাক্রম মহান, কিন্তু বেশ হীন, সুতরাং ইহাকে উমারূপধারী মহেশ্বরের মত দেখাচ্ছে।

বৃহ। (জনান্তিকে) আর্য্য ভীম অভিমন্যুকে এখানে এনে বড় অন্যায় করেছেন।

পরাজিত হয়েছে বলে অভিমন্যুর মনে একটা গ্লানি আসবে। স্বামী-পুত্র-বিহীনা সুভদ্রা শোকার্ত্তা হবেন। অভিমন্যু পরাজিত হয়েছে মনে করে কৃষ্ণও রুষ্ট হবেন। কি আর বলব, এই কার্য্যে বাহুবল দূষিত হ’য়েছে।

ভীম। অর্জ্জুন!

বৃহ। হাঁ-হাঁ—অর্জ্জুন-পুত্রই বটে।

ভীম। (জনান্তিকে)

অভিমন্যুর নিগ্রহে যে এ সকল দোষ ঘটেছে তা আমি বুঝেছি। বিশেষতঃ শত্রু-হস্তে পুত্রের পরাজয় কেহই আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু দ্রৌপদী অভিমন্যুকে না দেখে দারুণ দুঃখ ভোগ কচ্ছিল। এজন্যই অভিমন্যুকে ধরে এনেছি।

বৃহ। (জনান্তিকে) আর্য্য, অভিমন্যুর সঙ্গে কথা বলবার আমার বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছে তাকে রাগিয়ে দিন ত, যেন খুব কথা বলে।

ভীম। ওহে অভিমন্যো!

অভি। কি! অভিমন্যু!

ভীম। (জনান্তিকে) বালক আমার উপর রেগে গিয়েছে। তুমি ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

বৃহ। অভিমন্যো!

অভি। কেন? কেন? হাঁ—সকলেই জানে আমার নাম অভিমন্যু। যারা নীচ তারাই আমাদের মত ক্ষত্রিয়কে নাম ধরে ডাকে। আমাকে এরূপ ভাবে বন্দী

করায় তোমাদের পূর্ব্বেই যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রকাশিত হয়েছিল! এখন নাম ধরে ডেকে সেই শিষ্টাচারকেও অতিক্রম করেছ!

বৃহ। অভিমন্যো, তোমার জননী ভাল আছেন?

অভি। কি! কি! জননী!

তোমরা কি আমার নিকট যুধিষ্ঠির, না ভীমসেন, না ধনঞ্জয়, যে পিতা যেমন পুত্রকে প্রশ্ন করে তোমরাও আমাকে ঠিক তেমনি জননীর কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ।

বৃহ। অভিমন্যো! দেবকী-তনয় কেশবের কুশল ত?

অভি। কি! তাঁকেও নাম ধরে! হাঁ—হাঁ— তোমাদের মত লোকের সঙ্গে সংসৃষ্ট হ’য়ে কেশব কুশলেই আছেন!

অভি। কি! আমার দিকে অবজ্ঞার সহিত চেয়ে চেয়ে আবার হাসচ!

বৃহ। না, হাসব কেন?

যার পিতা পার্থ, মাতুল জনার্দ্দন, যে তরুণবয়স্ক ও অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ তার যুদ্ধে পরাজয় উপযুক্তই বটে!

অভি। নিজের গুণ কীর্ত্তন ক’রে ফল নেই। আমাদের বংশে কেউ তা করে না। মৃতের উপর অস্ত্রাঘাত ক’রে কিছু লাভ নেই।

বৃহ। (আত্মগত) কুমার ঠিক বলেছে। রথ, তুরঙ্গ ও মত্তহস্তী-সঙ্কুল এই যুদ্ধক্ষেত্রে শরনিপুণ কোন যোদ্ধাই অভিমন্যুর শরে আহত না হ’য়ে যেতে পারেন নি। যদি আমিও রথ ফিরিয়ে না দিতুম তা হলে আমিও শরাহত হতুম।

(প্রকাশ্যে) বাঃ! কথায় ত তুমি বেশ নিপুণ! পদাতির হাতে বন্দী হ’লে কেন?

অভি। শস্ত্র গ্রহণ না ক’রে আমার রথে এসেছিল বলেই আমি বন্দী হয়েছি। অর্জ্জুন যার পিতা সে কখনও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে না।

ভীম। অর্জ্জুনই ধন্য! দু’জনের কথাই সাক্ষাতে শুন্‌তে পেয়েছি। পিতা অপেক্ষাও সংগ্রামে পুত্রের বীরত্ব সমধিক প্রশংসনীয়।

রাজা। অভিমন্যুকে শীঘ্র শীঘ্র সভায় নিয়ে এস।

বৃহ। কুমার, এদিকে! এদিকে! ইনিই মহারাজ, কুমার এস।

অভি। কার মহারাজ?

বৃহ। না, না। মহারাজ ব্রাহ্মণের সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন।

অভিমন্যু। কি! ব্রাহ্মণের সঙ্গে! ভগবন, অভিবাদন কচ্ছি।

ভগবান। বৎস, এস।

বাকপটুতা, ধৃতি, বিনয়, আশ্রিতবাৎসল্য, মধুরভাষিত, পরাক্রম ও বিজয়—পিতার এই সমস্ত গুণ যুগপৎ লাভ কর। তারপর অবশিষ্ট চার পাণ্ডবের আর যে যে গুণ তোমার লাভ কত্তে ইচ্ছে হয় সেই সব গুণ লাভ করো।

রাজা। পুত্র, এস। আমাকে অভিবাদন কচ্ছ না যে! বটে! এই ক্ষত্রিয় বালক গর্ব্বিত হয়েছে! আমি এর দর্প চূর্ণ করব। কে তোমাকে বন্দী করেছে?

ভীম। মহারাজ, আমি।

অভি। আপনি নিরস্ত্র ছিলেন একথা ব'লে দিন।

ভীম। (স্বগত) এই পাপকথা আর শুনে কাজ নেই।

(প্রকাশ্যে) উন্নত এবং মাংসল স্কন্ধসংলগ্ন, সহজাত ভুজদুটিই আমার অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়েই আমি যুদ্ধ করি। যারা দুর্ব্বল তারাই ধনু গ্রহণ ক'রে থাকে।

অভি। মশায়, এরূপ কথা বলবেন না—

যাঁহার বাহুবল অক্ষৌহিনী সেনার তুল্য, যাঁহার পরাক্রমে ছলনা নেই আপনি কি আমার সেই মধ্যম তাত। আপনি যে তাঁর মত কথা বলছেন!

ভগবান। পুত্র, তোমার সেই মধ্যম তাত কি করেছেন?

অভি। শুনুন। না, আমি ব্রাহ্মণের কথার উত্তর দিই না। আর কেউ জিজ্ঞাসা করুক।

রাজা। পুত্র, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি—তোমার মধ্যম তাত কি করেছেন?

অভি। শুনুন,

কণ্ঠদেশে বাহুবদ্ধ ক'রে জরাসন্ধকে শৃঙ্গে তুলে তিনি তার প্রাণ সংহার করেছেন। কৃষ্ণ যা কত্তে পারেন নি, তিনি তাই করেছেন।

রাজা। তোমার নিন্দা শুনে আমি রাগ করব না। তোমার ক্রোধ দেখে আমার আহ্লাদ হয়। আর বেশী বলে কি লাভ! আমার কোন অপরাধ নেই। তুমি এখানে থেকে আর কি করবে, যাও! তোমাকে মুক্তি দেওয়া গেল।

অভি। যদি অনুগ্রহই দেখাবেন, তা'হ'লে আমার পায়ের কাছে পড়ে নিগ্রহের অনুরূপ শিষ্টাচার দেখাতে হবে। ভীম (?) বাহু দিয়ে ধ'রে বুকে ক'রে এনেছেন, তাঁকে আবার এরূপ ভাবেই আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

উত্তরের প্রবেশ

উত্তর। যারা মিথ্যা প্রশংসা লাভ করে, তারা মনে বড় কষ্ট পায়। যুদ্ধ-বিষয়ে আমার সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছে তাতে আমি বড় লজ্জিত হচ্ছি।

(অগ্রসর হইয়া)

ভগবন, অভিবাদন কচ্ছি।

ভগবান | স্বস্তি।

উত্তর। তাত, অভিবাদন কচ্ছি।

রাজা। পুত্র, এস। দীর্ঘায়ু হও। পুত্র, যে সকল যোদ্ধা বীরত্ব দেখিয়েছেন তাদের সম্মান করা হয়েছে?

উত্তর। হাঁ, হয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র তাঁর পূজা আপনাকে কত্তে হবে।

রাজা। পুত্র, ইনি কে?

উত্তর। ইনি পূজনীয় ধনঞ্জয়।

রাজা। কি! ধনঞ্জয়!

উত্তর। হাঁ, পূজনীয় ধনঞ্জয় শ্মশানতরু থেকে ধনু, অক্ষয় তূণীর ও শর গ্রহণ করে ভীষ্মাদি রাজগণকে পরাজিত করেছেন, এবং আমাদিগকেও রক্ষা করেছেন।

বৃহ। মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন।

উত্তর বালক, ভীত হয়েছিল ব'লে যা করেছে, তা মনে নেই। নিজে সমস্ত ক'রে মনে কচ্ছে অন্য ব্যক্তি সব করেছে।

উত্তর। আচ্ছা, আপনি আমাদের শঙ্কা দূর করুন— আমার এই প্রশ্নটির উত্তর দিন—

মণিবন্ধে গাণ্ডীবের জ্যাঘাতাঙ্ক আপনার পরিহিত অলঙ্কারে ঢাকা রয়েছে। বার বৎসর পরেও ত সেই দাগ আপনার শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয় নি!

বৃহ। অলঙ্কারের ঘর্ষণেই এ সকল দাগ পড়েছে। অলঙ্কারে সর্ব্বদা ঢাকা থাকে বলেই এসকল দাগ জ্যাঘাতাঙ্কের মত দেখা যাচ্ছে।

রাজা। বুঝলুম।

বৃহ। আমিই যদি রুদ্রের শর-প্রহারে ক্ষতদেহ ভরতবংশজাত অর্জ্জুন হ'য়ে থাকি তা'হ'লে এতদিন যিনি ছদ্মবেশে কাটিয়েছেন, ইনিই সেই ভীমসেন, আর ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির।

রাজা। ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, আমাকে আপনারা বিশ্বাস কচ্ছেন না কেন? আচ্ছা উপযুক্ত সময়ে বিশ্বাস হবে। বৃহন্নলে, তুমি অন্তঃপুরে যাও।

বৃহ। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

ভগ। অন্তঃপুরে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই। আমরা প্রতিজ্ঞা হ'তে উত্তীর্ণ হয়েছি।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞা, আর্য্য।

রাজা। যাঁরা সত্যবাদী, যাঁরা শর দ্বারা প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন এমন পাণ্ডবগণ আমার গৃহে বাস করেছেন বলে আমার বংশ নিষ্পাপ হ'ল।

অভি। ইঁহারাই আমার আরাধ্য পিতা, তাই—

আমি রুষ্ট হ’লেও তারা রুষ্ট হন নি, হেসে হেসে আমার ক্রোধ বাড়িয়ে দিয়েছেন। গোধন-গ্রহণ-ব্যাপার আমার পক্ষে সৌভাগ্যের প্রসূতি হ’ল। গোধন গ্রহণ কত্তে এসেছিলুম বলেই পিতৃচরণ দর্শন কত্তে পেরেছি।

(ভীমসেনের প্রতি)

তাত, চিনতে পারি নি ব’লে প্রথমে আপনাকে অভিবাদন করি নি। পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করুন।

ভীম। পুত্র, এস। পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী হও। পুত্র, পিতাকে অভিবাদন কর।

অভি। তাত, অভিবাদন কচ্ছি।

অর্জ্জুন। পুত্র, এস—

দ্বাদশ বর্ষান্তে বনবাসের পর পুত্রের সহিত এই অপ্রত্যাশিত মিলনে আমার হৃদয়ে অসীম আনন্দ হয়েছে।

পুত্র, বিরাট-রাজকে অভিবাদন কর।

অভি। মহারাজ, অভিবাদন কচ্ছি।

রাজা। বৎস, এস। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, ভীমের বল, অর্জ্জুনের নৈপুণ্য, নকুলসহদেবের দেহশ্রী এবং জগৎপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি লাভ কর। (আত্মগত) উত্তরার এখনও বিবাহ হ’ল না। এই কথা মনে হ’লে আমি অস্থির হই। কি করব। আচ্ছা ইহাই করা যাক। এখানে কে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ’ক।

রাজা। জল নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

এই জল এনেছি।

রাজা। অর্জ্জুন, গোধন-রক্ষার মূল্য স্বরূপ উত্তরাকে গ্রহণ করুন।

ভগ। এবার অর্জ্জুনের মাথা হেট্ হ’ল।

অর্জ্জুন। রাজা কি আমার চরিত্র পরীক্ষা কচ্ছেন?

মহারাজ,

আপনার অন্তঃপুরের রমণীবর্গ সকলেই আমার প্রীতির পাত্র ও মাতৃস্বরূপিণী। আপনার প্রদত্ত উত্তরাকে আমার পুত্রের জন্য গ্রহণ কল্লুম।

ভগ। এবার মস্তক উন্নত হ’ল।

রাজা। এখন পিতামহের নিকট উত্তরকে পাঠাব। ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, এদিকে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

---

1. ↑ ‘বর্ষবর্দ্ধনগোপ্রদান নিমিত্তং’—বর্ষবর্দ্ধন শব্দের তিন রকম অর্থ হ’তে পারে—
(১) জন্মোৎসব (২) বার্ষিক সমৃদ্ধিলাভের উৎসব (৩) বৃষ্টির জন্য উৎসব।
2. ↑ ‘কৃতমঙ্গল মোদকাঃ’—ইহাও দ্ব্যর্থক—
(১) উৎসব হেতু হৃষ্ট। (২) উৎসবোপলক্ষে প্রস্তুত মোদক সহ।
3. ↑ ‘মহান রেণুরুৎপতিতঃ’—অমঙ্গলের চিহ্ন।
4. ↑ “শতমণ্ডলঃ সূর্য্যঃ”—মণ্ডল = উপসূর্য্যক। কখন কখন সূর্য্যের চারিদিকে সূর্য্যের ন্যায় মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ইহা অমঙ্গলের চিহ্ন। জ্যোতির্ব্বিদগণ এই জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় দৃশ্যকে দৃষ্টিবিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।
5. ↑ ‘দস্যুকর্ম্মপ্রচ্ছন্নবিক্রমৈঃ’—প্রচ্ছন্ন শব্দের সার্থকতা— ভাল কাজে বিক্রম দেখাবার ক্ষমতা নেই। চোর সেজে বিক্রম কলুষিত করা হ’ল।
6. ↑ ‘করাণি’ অন্ন বিশেষাণ্।
7. ↑ ‘তেষামুৎসুকঃ’-দ্ব্যর্থক। (১) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিষয় (২) আমার ভাইদের বিষয়।
8. ↑ “ভগ্নঃ বাহন-লোভেন শ্মশানাভিমুখো রথঃ”— রথখানি বাঁচাবার জন্য বাহনের অনুরোধে শ্মশানের দিকে পালিয়ে গেল—আর এক অর্থ। ‘ভগ্নঃ’ দ্ব্যর্থক।
9. ↑

   কৃতা নীলা নাগাঃ শরশতনিপাতেন কপিলা
   * * * *
   শরৈশ্ছন্না মার্গাঃ শ্রবতি ধনুরুগ্রাং শরনদীম্।

প্রথম পংক্তিতে শরশব্দের প্রয়োগের সৌন্দর্য্য দেখুন—নলবনে শত শত নল ভেঙ্গে নীল নাগের উপর পড়লে যেমন হাতীকে কপিল বর্ণ দেখায় তেমনি।

চতুর্থ পংক্তিতে আবার দেখুন—খরস্রোতা নদীর বেগে নলরাশি তাড়িত হ’লে যেমন নদীবক্ষ নলে আচ্ছন্ন হ’য়ে যায় তেমনি

10. ↑ ‘শীঘ্রং নিম্নঃ কলুষশ্চ রেণুঃ’—‘কলুষ রেণু’ দ্ব্যর্থক—

(১) স্ত্রীজনোচিত ভাব (২) উত্থিত ধূলিরাশি।

(১) = আমার স্ত্রীবেশ যে বেশীক্ষণ দেখাতে হয় নি সেটা ভালই হ’য়েছে।

(২)= উত্থিত ধূলিরাশি যে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে পড়ে আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার ক’রে দিয়েছে সেটা ভালই হয়েছে।

11. ↑ “ত্রিদণ্ডধারী ন চ দণ্ডধারকঃ। ”

তৃতীয় অঙ্ক

ভটের প্রবেশ

ভট। অভিমন্যুকে রথ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল সশস্ত্র কৌরবেরা তাকে রক্ষা কত্তে পাল্লে না। বড় লজ্জার কথা! নারায়ণচক্রের ভয়েও তারা ভীত হয় নি! বালক অভিমন্যু বহুদিন ধরে আত্মীয় স্বজন হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে একথাও তারা একবার ভাবে নি—ওহে সারথি, ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে উপবিষ্ট সশিষ্য গুরু দ্রোণকে একথা নিবেদন কর।

ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। সারথি, কোন ব্যক্তি আমার শিষ্য-পুত্রকে রণক্ষেত্র হ'তে নিয়ে গেল? কে আমার মন্ত্রাভিষিক্ত বিখ্যাত শর দ্বারা আহত হ'য়ে যুদ্ধ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছে? প্রবল দূতরূপে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ও অস্ত্র তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ কত্তে হবে।

ভীষ্ম। বালক বলে অভিমন্যু এখনও যুদ্ধাদি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। যখন সকল যোদ্ধা পালিয়ে যাচ্ছিল তখন অভিমন্যু পালায় নি, এজন্যই সে শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছে। হস্তি-যূথ পালিয়ে গেলে যেমন হস্তিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি কর্তৃক হস্তিশাবক ধৃত হয় সেরূপ সমস্ত সৈন্য পালিয়ে গেলে বালক অভিমন্যু শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছে।

দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ

দুর্য্যো। সারথি, অভিমন্যুকে কে বন্দী করে নিয়ে গেল? আমিই তাকে মুক্ত করব।

অভিমন্যুর পিতার সঙ্গেই আমার বিবাদ। লোকে যখন শুনবে যে অভিমন্যু বন্দী হয়েছে তখন সকলেই আমাকে দোষী মনে করবে। অভিমন্যু এখন আমারই পুত্র। পাণ্ডবগণের পুত্র হলেও সেটা এখন গৌণ সম্পর্ক। জ্ঞাতি-বিরোধে বালকের নিরপরাধ।

কর্ণ। আপনার কথা স্নেহপূর্ণ ও আপনার অনুরূপই বটে।

অভিমন্যু আপনার সম্পর্কিত একথা এস্থলে প্রধান বিচার্য্য নহে। আপনার এখন মনে কত্তে হবে যে, আপনারই হিতের জন্য বালক অভিমন্যু সমরশীর্ষে

বিপন্ন ও অবমানিত হয়েছে। আমরা তাকে রক্ষা কত্তে পারি নি। সুতরাং ধনু ছেড়ে এখন আমাদের বল্কল ধারণ করা উচিত।

শকুনি। অভিমন্যুর সাহায্যকারীর অভাব নেই। সে মুক্ত হয়ে আছে ধরে নিন।

রাজা বিরাট যখন শুনবেন অভিমন্যু অর্জ্জুনের পুত্র তখন তিনি স্বয়ংই তাকে মুক্ত করে দেবেন। দামোদরের কথা মনে করেই রণক্ষেত্রে বন্দী অভিমন্যুকে বিরাটরাজ মুক্ত করবেন। অথবা ক্রোধভরে হলাঘাতে যিনি প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করেছিলেন, সেই বলভদ্রের ভয়েই বিরাট অভিমন্যুকে ছেড়ে দেবেন। বলশালী ভীমও বলদর্পিত শত্রুকে নিহত করে অভিমন্যুকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে পারে।

দ্রোণ। সারথি, অভিমন্যু কিরূপে বন্দী হ’ল? অভিমন্যুর রথ কি ভেঙ্গে গিয়েছিল? তার রথের ঘোড়া কি হত হয়েছিল? তার রথের চাকা কি মাটিতে বসে গিয়েছিল? তার দুটি তূণীরই কি শরশূন্য হয়েছিল? তোমার সঙ্গে কি অভিমন্যু ঝগড়া করেছিল? তার ধনুর গুণটি কি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল? রথিগণের যুদ্ধে এসকল দৈবকৃত বিপদ ঘটে থাকে। অভিমন্যুও যুদ্ধ বিদ্যায় বড় নিপুণ। তাকে কি শত্রুরা শর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে তাড়িয়ে নিয়ে গেল?

সূত। আয়ুষ্মন, ধনুর্ব্বিদ্যা যে নিতান্ত সহজ নহে তাহা আপনিও স্বয়ং জ্ঞাত আছেন।

আপনি যে যে কারণের উল্লেখ করেছেন তার একটির জন্যও অভিমন্যু বন্দী হন নি। তাঁর তূণীর সর্বদাই শরপূর্ণ ছিল, তিনি স্বয়ং মহারথ। আর আমার রথটি অলাতচক্রের ন্যায়[১] যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। একজন পদাতির হস্তে অভিমন্যু বন্দী হয়েছেন।

সকলে। কি! পদাতির হস্তে অভিমন্যু বন্দী হয়েছে! সে ব্যক্তি কেমন পদাতি?

সূত। তার রূপ বর্ণন করব, কি গুণ বর্ণন করব?

ভীষ্ম। স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণন কত্তে হয়। পুরুষের পরাক্রম বর্ণন কত্তে হয়। তার পরাক্রমই বর্ণন কর।

সূত। আয়ুষ্মন —

দুর্য্যো। আপনি গর্ব্বিত ভাষায় কি জন্য কার প্রসংসা কচ্ছেন? বেগে যদি সে ব্যক্তি পবনতুল্যও হয় তথাপি আমি ভীত হব না।

সূত। মহারাজ শুনুন—

সেই পদাতি বেগে রথের অশ্বগুলিকে অতিক্রম করে রথটা ধরে ফেল্লে। ঘাড় বাড়িয়েও ঘোড়াগুলি আর চলতে পাল্লে না। রথটা নিশ্চল হয়ে রৈল!

ভীষ্ম। তা হ'লে সে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল?

সকলে। কেন?

ভীষ্ম। রথ যদি এরূপে নিশ্চল হয়ে থাকে তা হ'লে মনে কত্তে হবে অভিমন্যু বৃকোদরের অঙ্কগত হয়েছে। দ্বৈতবনে দ্রৌপদীহরণে অকৃতকার্য্য জয়দ্রথও পদাতির হস্তে পরাজিত হয়েছিলেন।

দ্রোণ। গাঙ্গেয় ঠিক কথা বলেছেন। বাল্যকাল থেকে আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি আমি তার বেগ জানি।

পরীক্ষা-রঙ্গে কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট গুণ হ'তে শরটি মুক্ত হলেও যদি আমি বলেছি তোমার মাথা কেঁপেছে অমনি সেও শরের ন্যায় ছুটে লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই শরটি ধরে ফেলেছে।

শকুনি। আপনার কথা শুনে হাসি পায়।

পৃথিবীতে এরূপ আর কোন বলবান লোক নেই! সব কথাই কেবল প্রিয় পাণ্ডবগণের প্রশংসার জন্য আপনারা বলে থাকেন। আপনারা কি পৃথিবীময় কেবল পাণ্ডবই দেখছেন!

ভীষ্ম। গান্ধাররাজ, সকল কথাই অনুমান করে বলা হচ্ছে।

আমরা শস্ত্র ও চাপ গ্রহণ করে রথারূঢ় হয়ে যুদ্ধে গমন করি। হলায়ুধ এবং বৃকোদেরই মাত্র বাহু দুটি অবলম্বন করে যুদ্ধে গিয়ে থাকে।

শকুনি। আমরা একটু অবিমৃষ্যকারী, এজন্য একজন যোদ্ধা আমাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে উত্তর। আর আপনারা বলছেন ফল্গুনী আমাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

দ্রোণ। গান্ধার-রাজ, এবিষয়ে এখনও আপনার সন্দেহ আছে?

পরিষ্কার দিনে বজ্রনির্ঘোষের মত টঙ্কার দিয়ে কি উত্তর ধনু আকর্ষণ কত্তে পারে? শরবর্ষণ করে হৃতাতপ দিবাকরকে কি উত্তর মুহূর্ত্তকালের জন্য অস্তগমনোন্মুখ কত্তে পারে?

ভীষ্ম। গান্ধারীমাতঃ, আমি স্পষ্ট করে বলছি আপনি জানেন পার্থ ধনু আকর্ষণ করে বাণপুঙ্খরূপ বাক্য জ্যারূপ জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করেছে, কিন্তু আপনি সে কথা শুনবেন না।

সারথির প্রবেশ

সারথি। আয়ুষ্মানের জয় হ'ক। শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।

ভীষ্ম। কেন?

সারথি। এবিষয়টি প্রথমে আপনার অনুধাবনের যোগ্য। এই বাণটি ধ্বজে লগ্ন হয়েছিল পুঙ্খে ক্ষেপনকর্ত্তার নাম অঙ্কিত আছে।

ভীষ্ম। নিয়ে এস দেখি।

(সারথির বাণ প্রদান)

ভীষ্ম। (বাণগ্রহণ ও নিরীক্ষণ করিয়া) বৎস গান্ধাররাজ, জরায় আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে। এই শরের অক্ষরগুলি পাঠ কর।

শকুনি। (বাণগ্রহণ ও পাঠ করিয়া) অর্জ্জুনের এই শর। (এই বলিয়া বাণটি নিক্ষেপ করিল ও বাণটি দ্রোণের পদতলে পড়িল)।

দ্রোণ। (শর গ্রহণ করিয়া) বৎস, এস। গাঙ্গেয়কে বন্দন করার জন্য আমার শিষ্য-নিক্ষিপ্ত এই শর পরে আমাকে বন্দন করার জন্য আমার পাদমূলে পতিত হ'ল।

শকুনি। স্পষ্ট করে বলুন না কেন যে অর্জ্জুন যোদ্ধা, অর্জ্জুনই শর ছুড়েছে আর উত্তর নাম লিখেছে।

দুর্য্যো। পাণ্ডবদের রাজ্য দেওয়ার জন্য যদি ভীষ্মাদি এরূপ কথা বলে থাকেন তাহ'লে আমিও বলছি যুধিষ্ঠিরকে দেখলেই আমি রাজ্যার্দ্ধ পাণ্ডবদিগকে প্রদান করব।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয়। বিরাটনগর থেকে দূত এসেছে।

দুর্য্যোধন। নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

ভটের প্রবেশ

উত্তর। অল্প পথ আসতেও আমার অনেক সময় লেগেছে। কৌন্তেয়-বাণ-হত হস্তিসমূহ চতুর্দ্দিকে পতিত রয়েছে। ভূমিভাগ তজ্জন্য নতোন্নত হয়েছে। এবং দ্রুতগামী অশ্বের বেগও তজ্জন্য মন্দীভূত হয়েছে।

(কৃতাঞ্জলি পুটে)

আচার্য্য, পিতামহের সহিত উপবিষ্ট সমগ্র রাজমণ্ডলকে অভিবাদন কচ্ছি।

সকলে। আয়ুষ্মান হও।

দ্রোণ। বিরাটেশ্বর কি বলেছেন।

উত্তর। বিরাটেশ্বর আমাকে পাঠান নি।

দ্রোণ। কে তোমাকে পাঠিয়েছে?

উত্তর। রাজা যুধিষ্ঠির।

দ্রোণ! ধর্ম্মরাজ কি বলেছেন?

উত্তর। শুনুন—

তিনি বলেছেন, “আমি উত্তরাকে পুত্রবধু রূপে লাভ করেছি। রাজগণ শীঘ্রই সমাগত হবেন। শুভবিবাহ কোথায় সম্পন্ন হবে? সেখানে, কি এখানে?”

শকুনি। সেখানে, সেখানে।

দ্রোণ। এজন্যই আমরা সেখানে গিয়েছিলুম। পঞ্চরাত্র এখনও অতীত হয় নি। মহারাজ, আমার ধর্ম্মভিক্ষা ধর্ম্মানুরোধে প্রদান করুন।

দুর্য্যো। আমাদের রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আমি প্রদান কল্লুম। মৃত্যু হলেও লোকে চিরস্থায়ী সত্য লঙ্ঘন করে না।

দ্রোণ। আমাদের প্রসারণশীল বংশের আমরা সকলেই প্রসন্ন হলুম। আমাদের রাজসিংহ এই সমগ্র মেদিনীমণ্ডল শাসন করুন।

সম্পূর্ণ

---

1. ↑ “অবাতচক্রপ্রতিমস্তু মে রথঃ”—অবাত (নিবাত প্রদেশ) দেশে চক্রমিব। চক্র = উইণ্ড-কক্। সুতরাং এইরূপ পাঠে “নিশ্চল” অর্থ হইবে।

🔸 Contributor 🔸

🤖 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Bodhisattwa
- অভিজিৎ দাস

🙂 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌️ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

🔸 Disclaimer 🔸

⚠️

⚔️ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

🌏 The content of the book is publically available in the WikiSource.

🔥 Do Not redistribute in a commercial way.

✅ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

🔸 সমাপ্তি 🔸

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

🖤 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

🔊 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

🌟 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself ❤️

আরও বই ⏬

টেলি বই

MOBI